প্রবন্ধ

আস্তিক ও নাস্তিক : একটি পর্যালোচনা

হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুজ্জমান আল-কাদেরী

প্রাক কথন

আদম শুমারীর দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত আমাদের বাংলাদেশ। নগ্ন আধুনিকতার বিষাক্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া বর্তমান মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু বলে পরিচিত বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের শিরোনামাঙ্কিত শব্দ দু'টি প্রচার ও প্রসারে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে। শহর বন্দর আর নগর ছেড়ে গ্রাম গঞ্জ আর বন জঙ্গলেও এ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, সব খানে। বলা হচ্ছে দেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত: 'আস্তিক আর নাস্তিকে'। নাস্তিকতা ঘৃণ্য, তাই নাস্তিকের সাথে সখ্যতা থাকবে কেন? তবে হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থে 'নাস্তিকতা' কি আর নাস্তিক কে তা জানার প্রয়োজন তো আছে? নয়তো- 'লোকে বলে বলেরে'র মত হয়ে যাবে। দেখুন-

১. রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর ৭ম হিজরী সালে ক্বাজা ওমরা আদায় করতে সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় আসলেন। খানায়ে কাবায় অনেকগুলো মূর্তি রয়েছে এটা জানা সত্ত্বেও রুদ্ধদ্বার তাই দৃশ্যমান নয় বিধায় প্রাণ ভরে কা'বার তাওয়াফ করলেন, কিন্তু যেইনা সাফা-মারওয়ার সাঈতে গেলেন দৃশ্যমান মূর্তি দেখে সাঈতে অনীহা প্রকাশ করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জানাতে হলো করতে কোন ক্ষতি নেই, সাঈ করে নাও সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

[সূরা বাক্বারা ১৫৮ নং 'আয়াত]

২. সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে মদীনায় আসার পর ধারণা করেছিলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করার অপরাধে নিশ্চিতভাবে মক্কাবাসীদের উপর আযাব নাযিল হবে অথচ কোন প্রকার আযাব অবতীর্ণ হয় নি। কিন্তু কেন? অথবা, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবীদের ধারণা ছিল পাইকারীভাবে মক্কাবাসীদের হত্যার অনুমতি দেয়া হবে, যেমনটি বনু কুরাইযা'র ব্যাপারে হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিচারানুযায়ী আমল করা হয়েছিল। ওই অনুমতিও দেয়া হয়নি। কেন? তদুত্তরে আল্লাহপাক বললেন, এখানে তোমাদের অজানা-অচেনা কিছু ঈমানদার নর-নারী রয়েছে, যাদের বাঁচানোর জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথায় তাদের ক্ষতি হলে তোমরাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে। [সূরা ফাতাহ শরীফের ২৪ ও ২৫ আয়াত]

যাচাই অবশ্যই করতে হবে। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক আর দোস্ত-দুশমন বাছাই করে চলা মু'মিনেরই কাজ। নির্বিচারে ও কেবল সন্দেহের বশে কাউকে নাস্তিক কাফির আখ্যা দিতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন।

[সূরা নিসা আয়াত ৯৪]

শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈপরীত্যের কারণে কাউকে নির্বিচারে নাস্তিক কাফির আখ্যা দিয়ে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মত কুপিয়ে পিটিয়ে, জ্বালিয়ে ও হত্যা করার মত জঘন্যতম প্রবণতা কেবল দেশ নয় মুসলিম মিল্লাতের জন্য ও ইহ-পরকালীন মারাত্মক ক্ষতির কারণ হচ্ছে। তাই পবিত্র ক্বোরআন ও সুন্নাহর আলোকে শব্দ দু'টোর বিশ্লেষণের প্রয়াস পেলাম।

'আস্তিক ও নাস্তিক'-এর অর্থ

বাংলা অভিধানে 'আস্তিক'-এর অর্থ করা হয়েছে 'যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং পরকালকে মানে।' পক্ষান্তরে 'যে আল্লাহর আস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং পরকালও মানে না। তাকে-ই নাস্তিক নামে চিহ্নিত করা হয়। ইংরেজিতে Theist মানে (Who belief in the existence of God) এবং Atheist মানে (Who belief that God does not exist) অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস এর নাম যথাক্রমে আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা।

অধুনা প্রচলিত নাস্তিক শব্দের উৎপত্তি

এ অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত-ঘৃণিত শব্দটির বহুল প্রচলন কোত্থেকে এবং কবে থেকে আর কেনই বা সমাজদেহে এটা শেকড় পেল; সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি। সর্বশেষ রাসুল আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধরাধামে তাশরিফ আনয়নের পূর্বে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালাম মানুষের হেদায়াত ও কল্যাণার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব। পবিত্র ক্বোরানের বর্ণনামতে 'ফীহা হুদাও ওয়ানূর' অর্থাৎ এগুলো হেদায়াত ও নূর দ্বারা পূর্ণ ছিল।

[সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৪ ও ৪৬]

কিন্তু এদের অনুসারী বলে দাবিদার ইহুদিরা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম'র সাথে মর্যাদা হানিকর আচরণ করল ।

[সূরা ছফ্ আয়াত ৫]

অন্যদিকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর উম্মত বলে দাবিদার খ্রিস্টানরা কেউ বা তাঁকে আল্লাহ, কেউ ইবনুল্লাহ, আবার কেউ তিন খোদার এক খোদা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে অতি বাড়াবাড়ির জন্ম দিয়েছিল ।

[সূরা মায়েদা আয়াত ৭২, ৭৩ এবং সূরা তাওবা আয়াত নং ৩০]

এরা আল্লাহর বাণীগুলোর বিকৃতি সাধন করেছে ।

[সূরা মায়েদা আয়াত-১৩]

তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর বিধানকে করেছে পরিবর্তন ।

[সূরা বাক্বারা ১৭৪ ও সূরা আ'রাফ আয়াত-১৬৯]

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা ছিল করুণ ও বর্বরতায় পূর্ণ । সমগ্র ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন স্বয়ং রাজা । রাজা তাঁর অধীনস্থ সামন্ত জমিদারদের নিকট ওই জমি বিলি করতেন । তারা তাদের পছন্দমত কিছু ভূ স্বামীদের তা বন্টন করার পর সর্বশেষ কৃষকদের মাঝে ওই জমি-জমা ভাগ করে দেয়া হত । কৃষক-মজুররা ওই সব জমি আবাদ করত, বটে কিন্তু জমিতে তাদের অধিকার থাকত না । তারা চাষের মালিক ছিল, কিন্তু গ্রাসের মালিক নয় । পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু কল-কারখানা আর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলে মালদার জমিদাররা শিল্প কারখানা স্থাপন করে নামমাত্র পারিশ্রমিকে গরীব লোকদের অমানুষিক খাটুনির বিনিময়ে প্রচুর অর্থ লাভ করতে লাগল । ফলে সমাজে ধন বৈষম্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল । এতে সমাজ হলো দু'দলে বিভক্ত । ১. পাওয়ার দল, ২. না পাওয়ার দল, যা পরবর্তীতে প্রচণ্ড প্রজা বিদ্রোহ, তীব্র অসন্তোষ ও তুমুল আন্দোলনে রূপ নেয় । যাদের মর্মস্পর্শী ও প্রাণসঞ্চারক লিখনী ও বক্তব্য এ আন্দোলনকে দানা থেকে শুরু করে বিশাল মহীরূহে এবং সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে দূর্নিবার দাবানলে পরিণত করেছিল তারা ছিলেন রুশো ভল্টেয়ার, কার্লমার্কস, এঙ্গেঁলস, লেনিন ও স্ট্যালিনের মত সময়ের প্রসিদ্ধ মনীষী ও সমাজবিদগণ ।

এদিকে সমাজের সাধারণ লোকেরা গীর্জার পাদ্রী ও পুরোহিতদের সমীহ করে চলতো । অথচ এরাই গতানুগতিকভাবে সম্রাট ও সামন্ত জমিদার তথা বিত্তশালীদের অর্থের লালসায় গরীব ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় । ফলে মার্কস এবং লেনিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যখন দেখল মানুষে মানুষে সাম্য এবং একতা স্থাপনের পথে ওই প্রাদ্রীদের প্রচারিত ধর্মই পদে পদে বাধা দিচ্ছে তখন বলল ধর্মকে একদম উড়িয়ে দাও । There is no God- no Religion. ঈশ্বর বা ধর্মকে আমরা মানি না । ঘোষণা করল- Atheism is a natural and inseparable parts of Marxism. অর্থাৎ- "নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ ।" বিজ্ঞজনেরা বলেন, এ নাস্তিকতা কমিউনিজমের চরম কথা নয়, এটা পুরোহিতদিগের দৌরাত্ম্যের প্রতি একটা প্রচণ্ড আঘাত মাত্র ।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা ছিল তখনকার সময়ের ভণ্ড পুরোহিত খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কারণে । কিন্তু অধুনা বিশ্বে ওই বস্তাপঁচা ও আবর্জনাস্তূপ ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত তথাকথিত কমিউনিজমের প্রবক্তারা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম ইসলামকে সে একই পাল্লায় মাপার দুঃসাহস দেখাচ্ছে । আর আল্লাহ রাসূল ও মহাগ্রন্থ চির অব্যর্থ কিতাব 'আল কোরআন' এবং মানবতার পরম বন্ধু ওলামায়ে আহলে সুন্নাত-এর প্রতি বিষোদগার করছে । অবশ্য এক্ষেত্রে ও এক শ্রেণীর চরমপন্থি ও বাতিল আক্বীদা পোষণকারী নামধারী আলেম সমাজ দায় এড়াতে পারেন না ।

কারণ ইসলাম যাকে শান্তির ধর্ম ও পন্থা হিসেবে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন । তারই অনুসারী বলে দাবিদার এক শ্রেণীর সব মোল্লা গোটা পৃথিবী জুড়ে বিশেষত ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিরিয়া, মিশর সহ এতদঞ্চলে ও ভিন্নধর্মী সহ ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যাযজ্ঞ ও নানা ধরনের খুন খারাবীর যে বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই । হাটে-মাঠে-ঘাটে-মসজিদে-মন্দিরে-গীর্জায় মাধ্যমে নির্বিচারে মানুষ হত্যার এ মহড়া যেন বর্ণিত মধ্যযুগীয় সে ইউরোপীয় সমাজে সৃষ্ট নাস্তিক্যবাদের পুনরুত্থান ঘটাচ্ছে । এ জন্যে প্রতিটি শান্তিপ্রিয় বিবেকবান সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ সব চরমপন্থি অতি উৎসাহী বাতিল মতবাদীদের দমন করে প্রকৃত ইসলামের শান্তির সৌম্য রূপটি সর্বস্তরের মানব গোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরতে এগিয়ে আসতে হবে ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'নাস্তিক্য' ও 'নাস্তিকের' পরিচয়

পবিত্র ক্বোরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'আস্তিক্য' ও 'আস্তিক'-এর পরিচয় হচ্ছে 'ঈমান' ও 'মুমিন' এবং এর বিপরীতে 'কুফর' ও 'কাফির' শব্দ দ্বারা 'নাস্তিক্য' ও 'নাস্তিক' বুঝানো হয় । এ ছাড়া 'ইলহাদ' এবং 'মুলহিদ' দ্বারাও নাস্তিক্য ও নাস্তিকের ভাব প্রতিভাত হয় ।

আমরা ইতিপূর্বে বাংলা ও ইংরেজি পন্ডিতদের প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী দেখেছিলাম আল্লাহর অস্তিত্বকে মানা কিংবা না

মানা তৎসাথে পরকালকে স্বীকার করা কিংবা না করাই আস্তিক ও নাস্তিক এর পার্থক্য। কিন্তু পবিত্র ক্বোরআন মুমিন ও কাফির এর সংজ্ঞা এতটুকুতে শেষ করেনা। ক্বোরআনে হাকীমের মতে তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাস 'ঈমান'-এর দু'টি রুকন নিঃসন্দেহে। তবে তা গ্রহণ করা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রিসালাতকে যথাযথভাবে বিশ্বাস ও মেনে নেয়ার মাধ্যমে। পবিত্র ক্বোরআন বলছে, 'যারা কেবল আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস এর ঘোষণা দিচ্ছে তারা মুমিন নয়।' [সূরা বাক্বারা-৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যে সব গুণাবলীতে মেনে নিয়ে তাঁর সম্মান বজায় রেখে তাঁর জন্যে স্বীয় চিত্ত আর বিত্তকে উৎসর্গ করে তাঁর আনুগত্য করলে ইহ-পরকালীন সফলতা অর্জন করা যায় তার বর্ণনা সূরা-আ'রাফ শরীফের-১৫৭ আয়াতে দেখুন। এছাড়া আরো যে সব অভিধেয় তাকে মানতেই হবে, তা জানতে পবিত্র সূরা-আহযাবের আয়াত -৪০ এবং আয়াত নং-৪৫, ৪৬ ও ৪৭ গভীর মনযোগে অধ্যয়ন করুন। হ্যাঁ সঠিক ভাবে বুঝতে কোন আশেকে রাসূল প্রকৃত সুন্নী আলেমের শরণাপন্ন হোন।

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন; তিনি 'সোবহান' অর্থাৎ সকল প্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত ও পাক। [সূরা ইয়াসীন: আয়াত-৮৩]

আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক সত্যবাদী। [সূরা নিসা-আয়াত-৮৭]

আল্লাহ কস্মিনকালেও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

[সূরা হজ্ব আয়াত- ৪৭]

আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

[সূরা হজ্ব আয়াত- ১৪ ও ১৮ এবং সূরা বুরূজ আয়াত- ১৬]

এবার যারা পবিত্র ক্বোরআনকে সামনে রেখে বলতে থাকে- রাসূলও অন্যান্য মানুষের মতো একজন সাধারণ মানুষ, মানবীয় দোষক্রটি তথা গুনাহ-খাতা থেকে মুক্ত নন, তাঁর কাছে কল্যাণ ও অকল্যাণ এর ক্ষমতা নেই, দূর থেকে দেখার ও শোনার ক্ষমতা নেই, খোদা প্রদত্ত কোন অদৃশ্য জ্ঞান (গায়বী এলেম) তাঁর কাছে নেই, তিনি মরে অন্ধকার কবরে আছেন, আল্লাহ চাইলে মিথ্যাও বলতে পারেন এবং ওয়াদাও ভঙ্গ করতে পারেন, কারণ এগুলো আল্লাহর ক্ষমতায় আছে; ইত্যাকার আরও অনেক কিছু মন্তব্যাদি সরাসরি রাসূল সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তাকে এবং আল্লাহ সম্পর্কে রাসূল যা কিছু বলেছেন তাকে অস্বীকার করার ও চ্যালেঞ্জ করার শামিল। যা সুস্পষ্ট কুফরী ও নাস্তিক্যের চাইতেও বড় অপরাধ। কারণ আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে যারা নাস্তিক, তাদের আল্লাহ বিরোধী, রাসূল বিরোধী এবং ক্বোরআন বিরোধী কথা বলা স্বাভাবিক। তাদের এ কাজকে আমরা ঘৃণা করব- তাদের প্রতিহত করব। তবে তাদের বুঝিয়ে সঠিক পথে আনা কিংবা তাদের থেকে সর্বসাধারণ মুসলিম মিল্লাতকে বাঁচানো ততো কঠিন নয় যতটা কঠিন এসব জুব্বা ও আল-খেল্লা, দাড়ি-পাগড়িওয়ালা ও মুফতী-মাওলানা, ইসলামী চিন্তাবিদ ইত্যাকার লক্বাবধারী দাগাবাজ-ধাপ্পাবাজ ইসলামের নামে নাস্তিক্যবাদীদের হাত থেকে বাঁচানো।

তাই স্বনামে ঘোষিত নাস্তিকদের সাথে সাথে এসব আস্তিনের মাঝে লুকোনো বিষধর সর্প ও বন্ধুবেশধারী ঈমান সংহারী শত্রুদের ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্যে দ্বীন দরদী সুন্নী মুসলিম ভাইদের অনুরোধ জানিয়ে যবনিকা টানছি।

লেখক: মুহাদ্দিস-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।